কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ‘জাতীয় তামাক কর নীতি’ প্রণয়ন জরুরি

তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ও সাশ্রয়ী পদ্ধতি হলো দাম বাড়িয়ে একে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে আনা। এতে একইসাথে তামাকের ব্যবহার কমে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু বাংলাদেশে জটিল ও ত্রুটিপূর্ণ তামাক কর কাঠামোর জন্য তা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। তাই বাংলাদেশে কার্যকর তামাক কর ব্যবস্থার জন্য ‘জাতীয় তামাক কর নীতি’ প্রণয়ন জরুরি। ২৫ নভেম্বর বুধবার বিকেল ৪ টায় বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিসি (বিএনটিটিপি), বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট (বাটা) ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড কর্তৃক আয়োজিত ‘দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তামাক করের প্রবণতা, বিশেষত বাংলাদেশ’ (Trends in Tobacco Taxation in South East Asia, with a special focus on Bangladesh) শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে বক্তারা একথা বলেন।

ওয়েবিনারে ‘সাউথ-ইস্ট এশিয়া: ট্রেন্ডস ইন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন’ শিরোনামে তথ্য উপস্থাপন করেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড এর রিসার্চ অফিসার ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার স্যাম ফিলবি এবং ‘টোব্যাকো ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ’ শিরোনামে তথ্য উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ও বাংলাদেশ নেটওয়ার্ক ফর টোব্যাকো ট্যাক্স পলিস (বিএনটিটিপি)–এর টেকনিক্যাল কমিটির কনভেনর ড. রুমানা হক। বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের টোব্যাকো কন্ট্রোলের ডেপুটি ডিরেক্টর আশিষ পাণ্ডে।

ওয়েবিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি নলেজ হাব অন টোব্যাকো ট্যাক্সেশন অ্যান্ড ইলিসিট ট্রেড এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর তৌহিদা জ্যাকব এবং সঞ্চালনা করেন

আন্তর্জাতিক সংস্থা দ্য ইউনিয়নের কারিগরি পরামর্শক অ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম।

সভায় বক্তারা আরো বলেন, বহুস্তরভিত্তিক দুর্বল কর কাঠামো এবং তামাকজাত দ্রব্যের ধরণে বিচিত্রতার দরুন দাম বাড়লে বিকল্প বেছে নেয়ার সুযোগ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী তামাক কর ব্যবস্থা গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়ে সে লক্ষ্য পূরণের জন্য একটি বিস্তৃত তামাক কর নীতি গ্রহণের কথা বলেছেন। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণে অতি সত্ত্বর জাতীয় তামাক কর নীতি প্রণয়ন করতে হবে। যার মধ্যে করারোপসহ, কর আদায় পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ, ট্রাকিং ও ট্রেসিং, কর ফাঁকি বন্ধ, আমদানি-রপ্তানি, তামাক করসংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়াদিসহ তামাক করসংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদি যুক্ত থাকবে।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের ফলে তা তামাক নিয়ন্ত্রণ ও রাজস্ব বৃদ্ধিতে কোন অবদান রাখছে না বরং তা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তামাক কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি করছে। বিগত দশ বছরে তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন দ্বিগুণ বাড়লেও কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে পাঁচ গুণ। এই অবস্থার পরিবর্তন বক্তারা মূল্যের ওপর শতাংশ হারে করারোপের পাশাপাশি সকল প্রকার তামাকজাত দ্রব্যের ওপর সুনির্দিষ্ট করারোপের দাবী করেন।

ওয়েবিনারে বাংলাদেশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, কলম্বিয়া ও শ্রীলঙ্কার অর্থনীতিবিদ, তামাক কর বিশেষজ্ঞ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীরা অংশ নেন।

আগের রোল নম্বরেই নতুন ক্লাসে

উঠবে প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা

করোনার কারণে পিইসি থেকে শুরু করে এইচএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত বাতিল করেছে সরকার। তবে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিতে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। তেমনিভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবার পরীক্ষা ছাড়াই পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। এবার যার যে রোল নম্বর আছে, সেই রোল নম্বর নিয়েই পরের শ্রেণিতে উঠবে।

বছর শুরুর আড়াই মাসের ক্লাস ও করোনার সময় যেসব শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাদের মূল্যায়ন করা হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহম্মদ মনসুরুল আলম জানান, প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের ১৬ মার্চ পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে। সেই সময় তাদের ক্লাস টেস্ট নেয়া হয়েছে, শিক্ষকরা পড়িয়েছেন, এখন সেসব মূল্যায়নে আনা হবে।

করোনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটির মধ্যে সংসদ টেলিভিশন, বেতার, কমিউনিটি রেডিও এবং জুম প্ল্যাটফর্মে যেসব শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হয়েছে, সেগুলোও মূল্যায়ন করা হবে।

তিনি বলেন, এবার আনুষ্ঠানিক কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না- এটা মাথায় রেখেই মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের আগের (এবারের) রোল নম্বরই ফলো করবেন, সবাই পরের ক্লাসে প্রমোশন পাবে।

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব

স্বপ্নের পদ্মা সেতু আর স্বপ্ন নয় এখন বাস্তব। এক সময়ের স্বপ্নের সেতু এখন দৃষ্টিসীমায় দিগন্তজুড়ে দাঁড়িয়ে। পদ্মার তীর থেকে দেখা যাচ্ছে পিলারের দীর্ঘ সারি। তার উপর একে একে বসানো হচ্ছে ইস্পাতের কাঠামো (স্প্যান)। সর্বশেষ বসানো হয়েছে ৩৮তম ওয়ান-এ স্প্যান। এর মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হলো সেতুর ৫ হাজার ৭০০ মিটার।

বাকি আছে আর তিনটি স্প্যান। সেগুলো বসলেই ছুঁয়ে দেখা যাবে বহুল কাঙ্ক্ষিত সেতু।

সবকিছু ঠিক থাকলে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর বছর ২০২১ সালের জুনে উদ্বোধন হচ্ছে স্বপ্নের সৌধ। উদ্বোধনের পর থেকেই শুরু হবে স্বপ্নকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। সময়কে উপেক্ষা করে সেতু দিয়ে ছুটবে বাস, ট্রাক, ট্রেন সব। সেতুটি চালু হলে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। এতে মোট দেশজ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি (জিডিপি) ১ থেকে দেড় শতাংশ বাড়বে।

দারিদ্র্যের হার কমবে দশমিক ৮৪ শতাংশ। নতুন করে গড়ে উঠবে ভারি শিল্প কারখানা। আর এরই অপেক্ষায় যেন বাংলাদেশ। পদ্মা সেতু শুধু রড, সিমেন্ট ও পাথরের সেতু নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৬ কোটি মানুষের আবেগ। চ্যালেঞ্জকে জয় করার অদম্য স্পৃহা এবং আগামীতে দেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনার হাতছানি। ২০১২ সালে বিশ্বব্যাংক অর্থায়নের সিদ্ধান্ত বাতিল করার পর সরে যায় আর্ন্তজাতিক আরও তিনটি সংস্থা-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো- অপারেশন এজেন্সি এবং ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।

এতে পদ্মার আকাশে দেখা দেয় কালো মেঘের ঘনঘটা। ওই সময়ে প্রকল্পটির ব্যয় ছিল প্রায় ২১ হাজার কোটি টাকা। যা ওই বছরের মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৫০ শতাংশ।

পদ্মাপাড়ে চলছে বিশাল কর্মযজ্ঞ। ঝড়-বৃষ্টি আর প্রবল স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলছে পদ্মা সেতুর কাজ। মেগা প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতুর নানামুখী কাজ হচ্ছে। এর উভয় পাড়ে সংযোগসড়ক ও টোল প্লাজার কাজ শেষ। দেশের প্রথম প্রবেশ-নিয়ন্ত্রিত সিক্স লেন এক্সপ্রেসওয়ে ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। চলছে নদীশাসন, ড্রেজিংসহ বিভিন্ন স্থানে স্লপিংয়ের কাজ। দিনরাত অবিশ্রান্ত চলছে বিশাল এ কর্মযজ্ঞ। কোটি মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নে জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় এই কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রয়েছে।

তিনবছর আগে শরীয়তপুরের জাজিরা প্রান্ত থেকে পদ্মাসেতুর স্প্যান যুক্ত হওয়া শুরু হয়েছিল, তা এখন শেষ পর্যায়ে। প্রায় সাড়ে ৫ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে পদ্মা সেতুর স্প্যান কাঠামো পৌঁছে গেল মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে। সেতুর ৩৮তম স্প্যান গত ২১ নভেম্বর

এমিলি বলেন, ‘দেশবাসীর স্বপ্নের এ সেতুর কাজ নিজস্ব অর্থায়নে করা হচ্ছে। জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটি দেশবাসীর প্রাণের সেতু, যা শেখ হাসিনা নির্মাণ করে আরও একটি ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন।’

জেলা প্রশাসক মো. মনিরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘পদ্মা সেতু নির্মাণকাজে জেলা প্রশাসনের সব সময় সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। এর নির্মাণকাজ শেষ হলে দেশে প্রবৃদ্ধির হার বাড়বে। এটি বাস্তবায়নে মুন্সীগঞ্জ জেলা আরও উন্নত হবে, জীবনমান পাল্টে যাবে। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ২১ জেলার সঙ্গে ঢাকাসহ সারা দেশের যোগাযোগ উন্নত হবে। উন্মোচিত হবে নতুন দিগন্ত। দক্ষিণাঞ্চলে গড়ে উঠবে নতুন নতুন কলকারখানা। দেশের অর্থনীতির চাকা আরও জোরে ঘুরবে। দেশ এগিয়ে যাবে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।’ ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর মুন্সীগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে মূল কাজের শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই শুরু পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক পথচলা। এরপর ২০১৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর পিলারে সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের উপস্থিতিতে ১৫০ মিটারের প্রথম স্প্যানটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই স্বপ্ন পূরণের পালা।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে খুলবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বড় কোনো নির্মাণ অবকাঠামো এবং সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে বড় সেতু এটি। পদ্মাসেতু চালু হলে প্রমত্তা নদীর ওপর গাড়ি চলতে দেখা যাবে। ফলে নাগালের বাইরে চলে যায় পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের স্বপ্ন। পরের ইতিহাস সবার জানা। সব বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ নেয় আওয়ামী লীগ সরকার।

এতেই কেটে যায় কালো মেঘ, দিগন্ত আলোকিত করে হেসে উঠে সূর্য। সেতু নির্মাণের কর্মযজ্ঞের মধ্যদিয়ে শুরু হয় স্বপ্নের বীজ বোনা। আর সেই স্বপ্ন আজ বাস্তবে ধরা দিচ্ছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হচ্ছেন ফরিদুল হক খান

ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর দ্বায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন জামালপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ফরিদুল হক খান দুলাল। মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে তার শপথ নেয়ার কথা রয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একাধিক সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র একজন কর্মকর্তা সোমবার সন্ধ্যায় বলেন, ‘আমরাও বিষয়টি মৌখিকভাবে শুনেছি। তবে এখনও কোনো অফিসিয়াল নির্দেশনা আসেনি’।

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এস এম মাজহারুল ইসলাম বলেন, আমিও খবরটি শুনেছি। এ নিয়ে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক আনন্দ বিরাজ করছে।

ধর্ম মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মী ইতোমধ্যে ফরিদুল হক খান দুলালকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন।

ফরিদুল হক খান দুলাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জামালপুর-২ আসন (ইসলামপুর) থেকে নবম, দশম ও একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য। তিনি ইসলামপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

গত বছর ১৩ জুলাই সর্বশেষ মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হয়। ওই দিন প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আওয়ামী লীগ নেত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। আর প্রতিমন্ত্রী ইমরান আহমদ পদোন্নতি পেয়ে মন্ত্রী হন। তারপর মন্ত্রিসভায় আর নতুন কেউ যুক্ত হননি। কোনো রদবদলও হয়নি।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর গত বছরের ৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয় মেয়াদে সরকার গঠন করে।

ওই দিন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২৪ জন মন্ত্রী, ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী ও তিনজন উপমন্ত্রী নিয়ে ৪৭ সদস্যের মন্ত্রিসভার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে মন্ত্রিসভার সদস্য

৪৮। সূত্র- যুগান্তর

শেয়ারবাজারে বড় দরপতন

দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সোমবার সূচকের বড় পতনের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সোমবার বেলা ১১টায় ডিএসইর সাধারণ সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৫১ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৭৮৯ পয়েন্টে অবস্থান করে। ডিএসই শরীয়াহ্ সূচক ১৬ পয়েন্ট এবং ডিএসই-৩০ সূচক ২১ পয়েন্ট কমে যথাক্রমে ১১০৩ ও ১৬৬৩ পয়েন্টে রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে লেনদেন হয়েছে ১৩৮ কোটি ২৬ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট।

সোমবার এ সময়ে লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বেড়েছে ৬৯টির, কমেছে ১৬৬টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে ৮১টি কোম্পানির শেয়ার।
এর আগে, লেনদেন শুরুর প্রথম ১০ মিনিটে ডিএসইর সূচক কমে ২৬ পয়েন্ট। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে সূচক আগের অবস্থান থেকে ১৬ পয়েন্ট কমে যায়। এরপর সূচক কিছুটা নিম্নমুখী দেখা যায়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে সূচক আগের দিনের চেয়ে ৫৮ পয়েন্ট কমে চার হাজার ৭৮২ পয়েন্টে অবস্থান করে।

অপরদিকে লেনদেন শুরুর এক ঘণ্টা পর বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) সিএএসপিআই সূচক ১৪৬ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৭১৭ পয়েন্টে অবস্থান করে। এরপর সূচকের গতি নিম্নমুখী দেখা যায়।

এদিন বেলা ১১টা পর্যন্ত সিএসইতে লেনদেন হয়েছে ২ কোটি ৪০ লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ইউনিট। এসময়ের ২০টি কোম্পানির দাম বেড়েছে, কমেছে ৭২টি কোম্পানির দর। অপরিবর্তিত রয়েছে ২২টি কোম্পানি শেয়ারের দর।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ঘাসের চাষ শিখতে এবার বিদেশ যাবেন ৩২ কর্মকর্তা

ঘাসের চাষ শিখতে এবার বিদেশ যাবেন ৩২ কর্মকর্তা। প্রত্যেকের পেছনে ব্যয় হবে ১০ লাখ টাকা করে। এতে মোট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা।

‘প্রাণীপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাসের চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর’ শীর্ষক প্রকল্পে এ অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

আগামী মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে উপস্থাপন করা হচ্ছে ১০১ কোটি ৫৩ লাখ টাকার প্রকল্পটি। এছাড়া অডিও, ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাণে চাওয়া হয়েছে ২০ লাখ টাকা।

অনুমোদন পেলে চলতি বছর থেকে ২০২৪ সালের মার্চের মধ্যে এটি বাস্তবায়ন করবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর। তবে এ ধরনের বিদেশ সফরের ব্যয়কে অপচয় এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আশপাশের দেশের ঘাস উৎপাদন পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া দেখতে এই সফরের প্রয়োজন।

এর আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পে খিচুড়ি রান্না শিখতে বিদেশ সফরের ব্যবস্থা থাকায় ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন সময় পুকুর খনন শেখা, খাল খনন, মৎস্য চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর, কাজুবাদাম চাষ, সড়ক উন্নয়ন এবং সুউচ্চ বিল্ডিং দেখতে বিদেশ সফরের প্রস্তাবও ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। এবার প্রস্তাব করা হল ঘাস চাষ দেখতে বিদেশ সফরের।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সাবেক সভাপতি ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম বৃহস্পতিবার বলেন, ঘাস চাষ এমন কোনো প্রযুক্তিগত বিষয় নয় যে, বিদেশ যেতে হবে। বরং এই টাকা গবেষণায় ব্যয় করলে দেশ আরও উপকৃত হতো। তাছাড়া যারা চাষ দেখে আসবেন তারা হয়তো বদলি হয়ে যাবেন। কিংবা এই সফরে অপ্রয়োজনীয় অনেক কর্মকর্তাই হয়তো থাকবেন। তাই উন্নয়ন প্রকল্পে এ রকম ব্যয় বাদ দেয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক লিড ইকোনমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন বলেন, ঘাসের চাষ শিখতে বিদেশ সফরের আয়োজন হাস্যকর। এ ধরনের ব্যয় প্রস্তাবে প্রশ্ন থেকে যায়।

যারা এই সফরে যাবেন তাদের আদৌ এত টাকা খরচ করে বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। তাছাড়া ১০১ কোটি টাকার প্রকল্পে ৩ কোটি টাকার বেশি শুধু বিদেশ সফরেই যদি ব্যয় হয় তাহলে মূল প্রকল্পের কি অবস্থা হবে? শতাংশের হিসাবে এই টাকা হয়তো বড় কিছু নয়, কিন্তু অঙ্কের দিক থেকে তো অনেক বেশি।

দেশের কৃষি গবেষণা সংক্রান্ত বেশকিছু নামকরা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তারা উন্নত ঘাসের চাষ আবিষ্কার করতে পারে না? এটি জটিল কোনো কারিগরি প্রকল্প নয় যে, বিদেশ যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা ব্যয় করে কি পরিমাণ আর্থিক লাভ পাওয়া যাবে তার হিসাব করা উচিত।

জানতে চাইলে প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের মহাপরিচালক ডা. আবদুল জব্বার শিকদার বলেন, আমাদের দেশে ঘাস চাষ জনপ্রিয় নয়। ফলে গরুর জন্য আলাদা ঘাসের প্রয়োজন সেটি মানুষের ধারণার মধ্যে নেই। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত মানের ঘাস চাষ ছড়িয়ে দেয়া হবে। বেশি বেশি দুধ পেতে হলে উন্নত ঘাসের অবশ্যই প্রয়োজন। বেসরকারি পর্যায়ে যাতে পুষ্টিগুণসম্পন্ন ঘাস পাওয়া যায় সেজন্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের যেসব দেশে অল্প জমিতে বেশি পরিমাণ এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন ঘাস উৎপাদন হচ্ছে সেগুলোর চাষাবাদ পদ্ধতি দেখতে এবং টেকনিক্যাল কিছু ব্যাপার থাকায় বিদেশ সফরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ৩২ জনের মধ্যে দেখা যাবে প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের ৫ জনের মতো কর্মকর্তা থাকতে পারেন। বাকিরা পরিকল্পনা কমিশন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এই প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা।

সূত্র জানায়, প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, খামারি পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করার মাধ্যমে গবাদি প্রাণীর পুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো। এছাড়া প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় খামার পর্যায়ে প্রাণীপুষ্টি উন্নয়ন প্রযুক্তি প্রদর্শন ও দুর্যোগকালীন গো-খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সাইলেজ প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ। খামারিদের প্রাণীপুষ্টি

প্রিমিক্স খাদ্য এবং কৃমিনাশক বিতরণ, কমিউনিটি এক্সটেনশন এজেন্ট নির্বাচন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। সূত্র- যুগান্তর

বছরে একাধিকবার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানো যাবে

বছরে একাধিকবার গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সুযোগ রেখে জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে ‘বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) বিল-২০২০’।

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বুধবার জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশনে স্থায়ী কমিটির সুপারিশকৃত আকারে বিলটি সংসদে কণ্ঠভোটে পাস হয়। বিলটি পাস করার প্রস্তাব করেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

এর আগে, বিলটির ওপর আনীত সংশোধনী বাছাই কমিটিতে প্রেরণ ও জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো নাকচ হয়ে যায়।

সংসদের বিরোধী দলের সদস্যরা এই বিলের বিরোধিতা করে বলেন, বিদ্যমান আইনে ট্যারিফ কমিশনের বছরে মাত্র একবার মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু এই বিলের মাধ্যমে ট্যারিফ কমিশনকে যখন-তখন গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে সাধারণ জনগণের ওপর চাপ বেড়ে যাবে। পণ্য মূল্য ও পরিবহণের ওপরও প্রভাব পড়বে।

‘বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (সংশোধন) বিলে’ বলা হয়েছে, ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজন বোধ করলে বছরের যেকোনো সময় এক বা একাধিকবার ট্যারিফ মূল্য বা শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারবে।

ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ মামলার রায় দুপুরে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ছাত্রী ধর্ষণ মামলার একমাত্র আসামি মজনুর বিরুদ্ধে রায় আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘোষণা করা হবে।

গত ১২ নভেম্বর ঢাকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৭ এর বিচারক বেগম মোসাম্মৎ কামরুন্নাহার রায়ের জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আফরোজা ফারহানা আহম্মেদ অরেঞ্জ বলেন, এই মামলায় আসামি মজনু ধর্ষণের কথা আদালতে স্বীকার করেছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন হয়েছে। আমরা রাষ্ট্রপক্ষ আসামির যাবজ্জীবন কামনা করেছি।

অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত মজনুর আইনজীবী রবিউল ইসলাম রবি বলেন, রাষ্ট্রপক্ষ এ মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রমাণ করতে পারেনি। তাই এ মামলায় তিনি খালাস পাবেন।

গত ৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হন। পরে ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। ধর্ষণের ঘটনায় ৮ জানুয়ারি ক্যান্টনমেন্ট থানার শেওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মজনুকে গ্রেফতার করে র্যাব। ৯ জানুয়ারি মজনুর রিমান্ড মঞ্জুর করে আদালত। ১৬ জানুয়ারি মজনু ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দেয়। এরপর থেকে মজনু কারাগারে বন্দী।

আদালত সূত্র জানায়, গত ১৬ মার্চ মজনুকে একমাত্র আসামি করে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের পরিদর্শক আবু সিদ্দিক। ওই দিনই আদালত মামলাটি বিচারের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বদলির আদেশ দেয়। ২৬ আগস্ট এ মামলায় মজনুর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দেয় আদালত। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে আদালত সাধারণ ছুটিতে থাকায় মাঝখানে কোনো কার্যক্রম হয়নি।

[redacted]

[redacted]